সেই আশা পূর্ণ হ'ল নৌকা বিসর্জ্জনে।
বর্ত্তমানে দেখিলাম গদাইর গুণে।।
মৃত্যুঞ্জয় বিরচিত স্তোত্র গীতি যাহা।
অঙ্গ চিহ্ন লক্ষণাদি দেখিলাম তাহা।।
মন্ত্র পড়ি ডাকে গদা হ'ল এক শব্দ।
ভূমিকম্প প্রায় শব্দে বনজন্তু স্তব্ধ।।
সব পক্ষী উড়িল নিদান ডাক ছাড়ি।
চকের মধ্যেতে যেন মহা হুড়াহুড়ি।।
ভীষণ শার্দ্দুল এক তথায় আসিয়া।
হরিপাল সম্মুখে পড়িল লম্ফ দিয়া।।
ব্যাঘ্র এসে অল্পমাত্র রহিল তফাৎ।।
ব্যবধান অনুমান চারি পাঁচ হাত।।
লক্ লক্ জিহ্বা এক হাত পরিমাণ।
লালাইছে বাহির করিয়া জিহ্বা খান।।
গর্জ্জন করিছে ব্যাঘ্র হেন জ্ঞান হয়।
ভীমনাদে মহাক্রোধে মাটি ফেটে যায়।।
দন্ডচারি এইরূপে গর্জ্জন করিল।
লম্ফ দিয়া দৌড়াইয়া ব্যাঘ্র পালাইল।।
গদাইর দিকেতে হইল ধাবমান।
তাহা দেখি উড়ে গেল গদাইর প্রাণ।।
শঙ্কা পেয়ে গদাই কহিছে অতঃপরে।
বলে 'বাবা হরিপাল রক্ষা কর মোরে।।
না বুঝিয়া হেন কার্য্য করিয়াছি তোমা।
তুমি সাধু হরিভক্ত মোরে কর ক্ষমা।।
তুমি মম পিতা হও আমি তব ছেলে।
মরেছি মরেছি বাবা রাখ পুত্র বলে।।
আর আমি আসিব না বাওয়াল করিতে।
এইবার বাঁচাইয়া লহরে দেশেতে।।'
স্কন্ধে থেকে প্রভু ডেকে বলে হরিপালে।
'বাঁচাইয়া লহ ওকে হ'ল যদি ছেলে।
এ বেটারে যদি অদ্য বাঘে ধ'রে খাবে।
দুর্গম বাদার পথ কে দেখায়ে ল'বে'।।
হরিপাল আজ্ঞা দিল ব্যাঘ্র ফিরে গেল।
'ভয় নাই' বলিয়া গদারে আশ্বাসিল।।
দয়া করি গদাইর প্রাণ দান করি।
তরীতে আসিল হরি বলে হরি হরি।।
পুনর্ব্বার 'সায়ারে' জোয়ারে দিল টান।
এক সঙ্গে ভাসাইল তরী তেরখান।।
খুলনা আসিল যবে ট্যাক্সের অফিসে।
হরিপালের নৌকা সকলের পাছে আসে।।
ট্যাক্স ঘাটে সকলের নৌকা লাগাইল।
বিশ ত্রিশ টাকা প্রতি নৌকায় লাগিল।।
হরির তরণী না ডাকিল ট্যাক্স ঘাটে।
নিজ ঘাটে নৌকা বেয়ে এল নিঃসঙ্কটে।।
এ সব আশ্চর্য্য কার্য্যে বিস্ময় মানিল।
তারপর শ্রীশ্রীধাম ওড়াকান্দী গেল।।
উত্তরিল ওড়াকান্দী মনের আহ্লাদে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গুরুচাঁদ পদে।।
মনের বাসনা যা'তে ধন বৃদ্ধি হয়।
মনে মনে ভাবিলেন যাত্রার সময়।।
দেখামাত্র গুরুচাঁদ বলিল বচন।
'হরিবল হরি তব বাড়িবেক ধন।।'
মনোকথা যত তার মনে মনে ছিল।
গুরুচাঁদ শ্রীচরণে সব নিবেদিল।।
ক্রমেতে সম্পত্তি তার বাড়িতে লাগিল।
'হরিচাঁদ নামে বহু লোক মাতাইল।।
কতক খাতক হ'ল বহু শিষ্য হ'ল।
অন্য জাতি স্বজাতীয় লোক মাতাইল।।
অর্জ্জুন মাতিল আর নাগর বণিক।
হরিচাঁদ প্রেমে লোকে মাতিল অধিক।।
হরিচাঁদ প্রেমে গুরুচাঁদের ভাবেতে।
মাতাইল পালবংশ অনেক গ্রামেতে।।
পালপাড়া শুক্তাগ্রাম আর কালুখালী।
খসিবেড়ে দিঘলীয়া মাতে হরিবলি।।